বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

আধুনিক যুগ ০২:

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মীর মশাররফ

হোসেন কায়কোবাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরী

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক এবং বাংলা সাহিত্যে নবজাগরনের অগ্রদূত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী এর রচয়িতা। তাঁর হাত ধরেই মুলত আধুনিক উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়। তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে বাঙালির ইতিহাস এবং আধ্যাত্মিক জগতের সংস্কার সাধন করেন। বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে তাঁর অসীম অবদানের জন্যে তিনি বাংলা সাহিত্য সম্রাট উপাধি লাভ করেন।

শিক্ষা ও পেশা: বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজ, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক শেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি কালেক্টর পদে চাকরি করে। তিনি প্রায় তিরিশ বছর ব্রিটিশদের সেবা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন এবং ১৮৯১ সালে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর লেখার প্রতি অনেক অনুরাগ ছিল এবং কবি ইশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে তাঁর আদর্শ হিসেবে মানতেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ সকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি করার ফলে তার লেখায় ইংরেজ প্রীতি প্রকাশ পায়। তবে একথাও সত্য যে, তিনি ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলমন্ত্র

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বন্দেমাতরম এর স্রষ্টা। বন্দেমাতরম খ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠের জন্য তাকে অনেক মাশুল দিতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২ সালে 'আনন্দমঠ' উপন্যাস লিখেছিলেন। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদের মূল প্রতিপাদ্য এটি।

- উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় ইংরেজ উপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের রোমান্স-আশ্রয়ী উপন্যাসের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তবে, তিনি বাঙলির সামাজিক-পারিবারিক আদর্শেও অনেকগুলো উপন্যাস রচনা করেন। তার সাহিত্যিক জীবনে সর্বমোট ১৪ টি বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করেছিলেন। উপন্যাসগুলো হচ্ছে,

দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫): এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক উপন্যাস।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

দুর্গেশনন্দিনী অর্থ হচ্ছে দুর্গ প্রধানের কন্যা। ষোল শতকের শেষে, উড়িষ্যার অধিকার নিয়ে মোঘল ও পাঠানদের মধ্যে যে সংগ্রাম হয়েছিল, সেটিই এই উপন্যাসের পটভূমি।

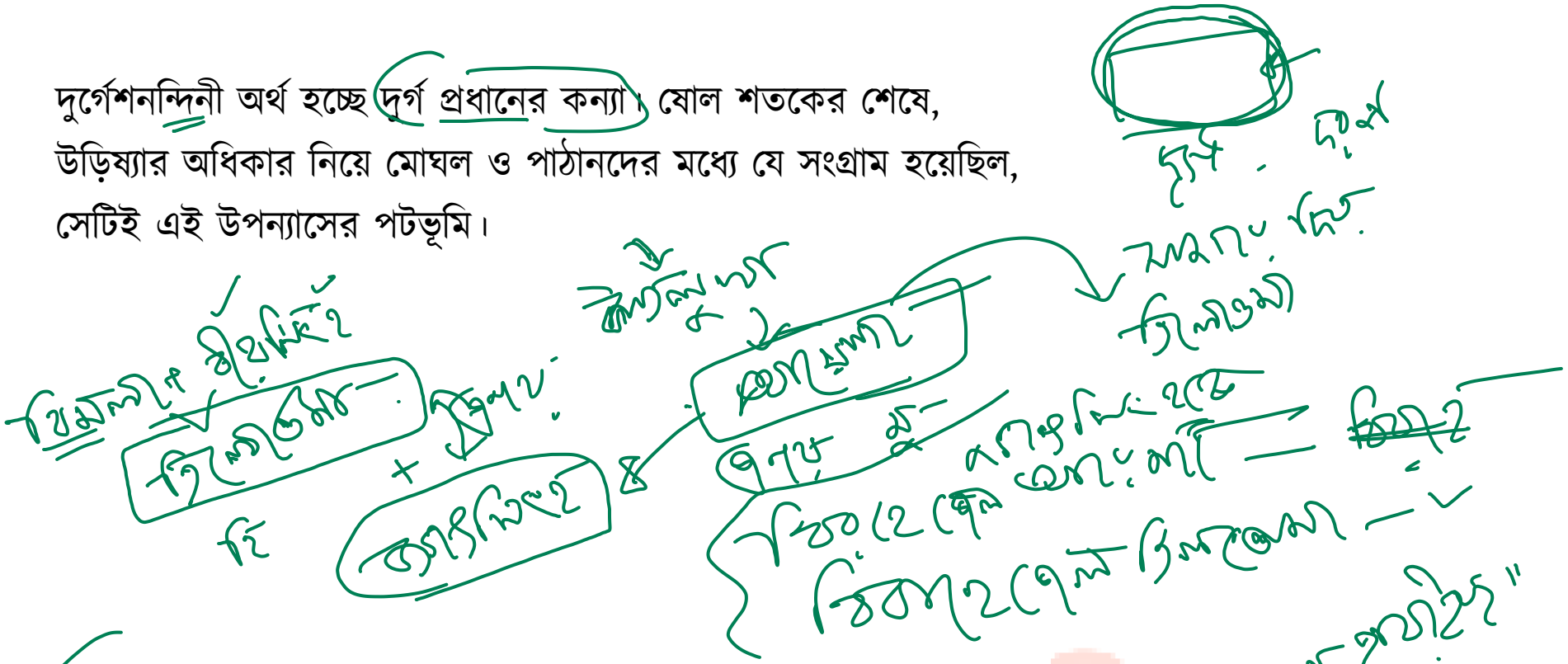

কপালকুন্ডলা (১৮৬৬): বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস।

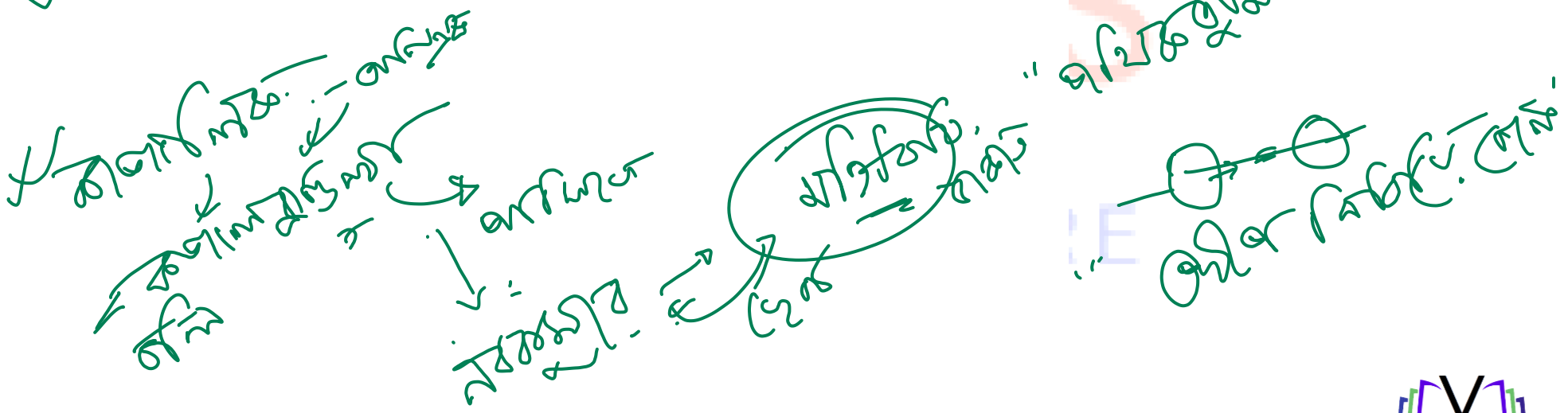

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বিষবৃক্ষ (১৮৭৩): এটি একটি সামাজিক উপন্যাস।

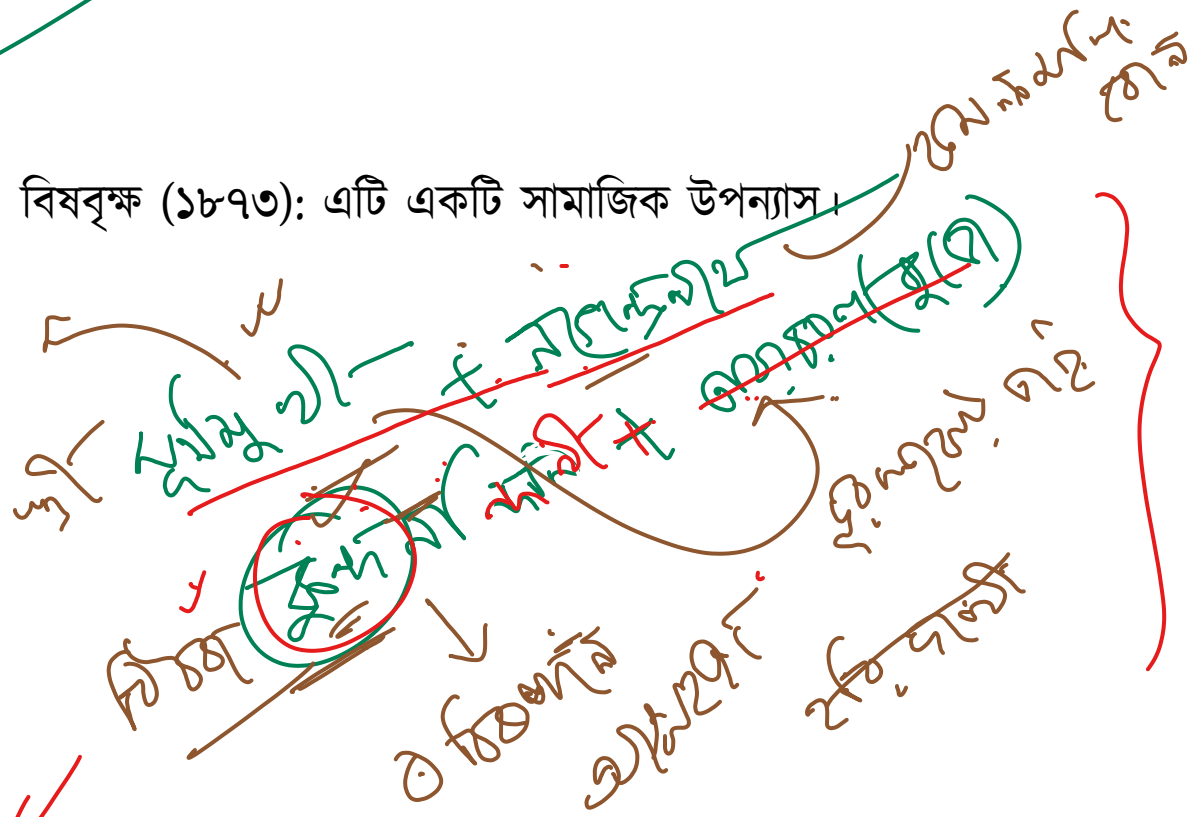

কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮): এটি একটি সামাজিক উপন্যাস।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

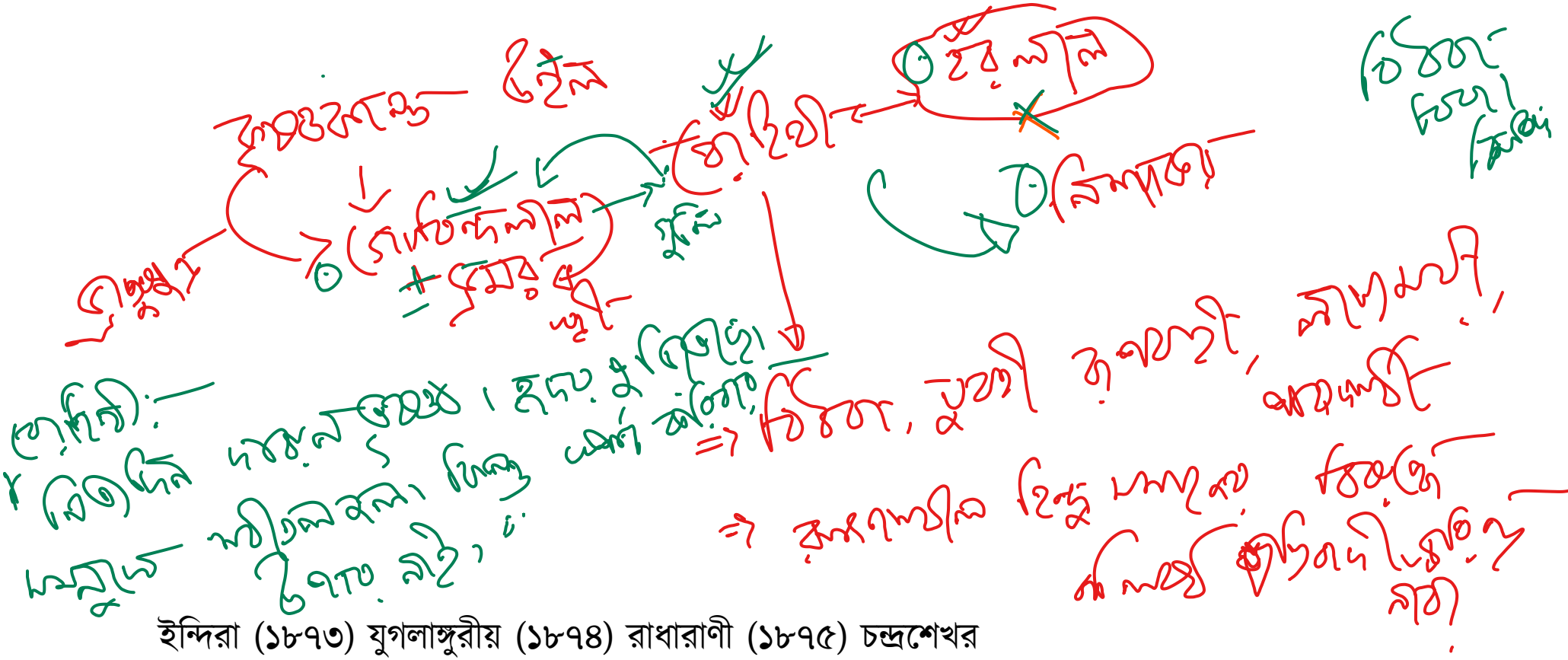

ইন্দিরা (১৮৭৩) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪) রাধারাণী (১৮৭৫) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫): ইংরেজ শাসন ও মীর কাসিমের সাথে ইংরেজদের সংগ্রাম নিয়ে এটি রচিত।

রজনী (১৮৭৭): বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

রাজসিংহ (১৮৮১): এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

মৃণালিনী (১৮৬৯): বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণের ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত।

আনন্দমঠ (১৮৮২): ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে সন্যাসি বিদ্রোহের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪)

সীতারাম (১৮৮৭)

প্রবন্ধ গ্রন্থ

- কমলাকান্তের দপ্তর

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- লোকরহস্য
- কৃষ্ণ চরিত্র
- বিজ্ঞানরহস্য
- বিবিধ সমালোচনা
- প্রবন্ধ-পুস্তক
- সাম্য
- কৃষ্ণ চরিত্র
- বিবিধ প্রবন্ধ

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (ব্যাঙ্গ)

কাব্য, *ললিতা* তথা *মানস*)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসঃ

উপন্যাস	প্রকাশকাল	বিস্তারিত তথ্য
করুণা	১৮৭৭-১৮৭৮ (১৯৬১)	এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম উপন্যাস। তবে এটি তার জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। এটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৮৭৭-১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীতে 'করুণা' প্রথম প্রকাশিত হয়। এটির পরিশেষ হয় নি বলে এটি উপন্যাসের সম্পূর্ণ মর্যাদা পায় নি (অসমাপ্ত উপন্যাস)। এটিকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মোট তেরোটি উপন্যাস লিখেছেন।
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	১৮৮৩	রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাস। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ও বাকলার জমিদার রামচন্দ্রের বিবাদকে উপজীব্য করে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে *বৌ-ঠাকুরাণীর হাট* অবলম্বনে রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের *প্রায়শ্চিত্ত* নাটকটি। *প্রায়শ্চিত্ত* ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে পুনর্লিখিত

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

হয়ে *পরিত্রাণ* নামে মুদ্রিত হয়।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

রাজর্ষি ১৮৮৭ ত্রিপুরার রাজপরিবারের ইতিহাস নিয়ে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে এই উপন্যাসের প্রথমাংশ অবলম্বনে *বিসর্জন* নাটকটি রচিত হয়।

চোখের বালি ১৯০৩ সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ২০০৩ সালে ঋতুপর্ণ ঘোষ এই উপন্যাস অবলম্বনে *চোখের বালি* চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন।

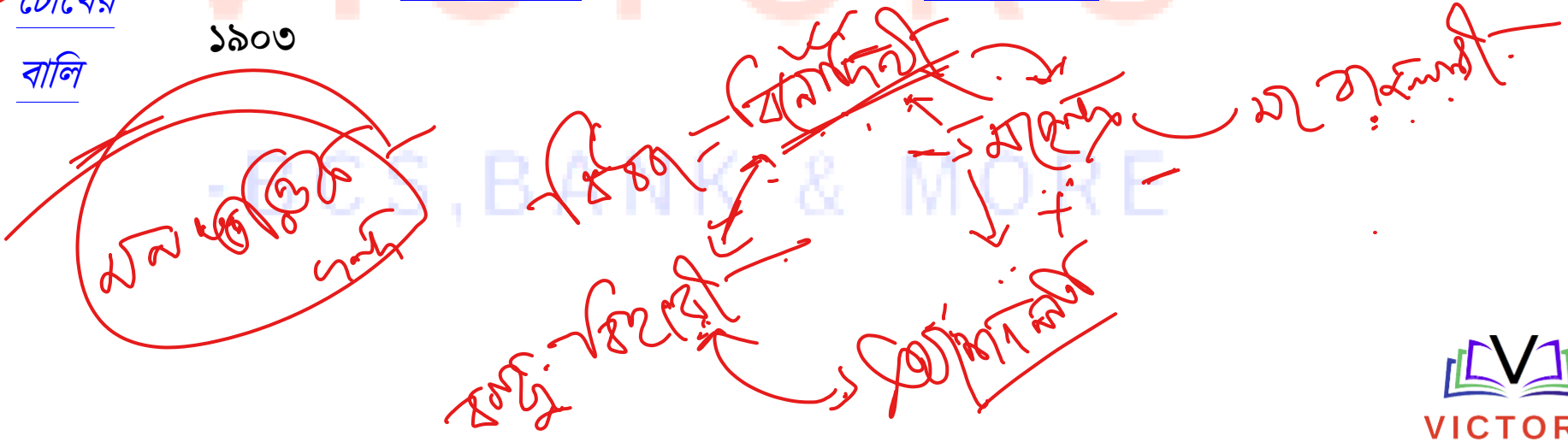

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সামাজিক উপন্যাস। ১৩১০-১১ বঙ্গাব্দে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

নৌকাডুবি ১৯০৬

প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৯০৮

হাস্যরসাত্মক উপন্যাস। ১৩১১ বঙ্গাব্দে *রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী* ('হিতবাদীর উপহার') সংকলনে *চিরকুমার সভা* নামে প্রকাশিত হয়। পরে *চিরকুমার সভা* নামে এই উপন্যাসের নাট্যরূপটি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

গোরা ১৯১০

মহাকাব্যিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘতম উপন্যাস। *দেশ* পত্রিকার বিচারে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

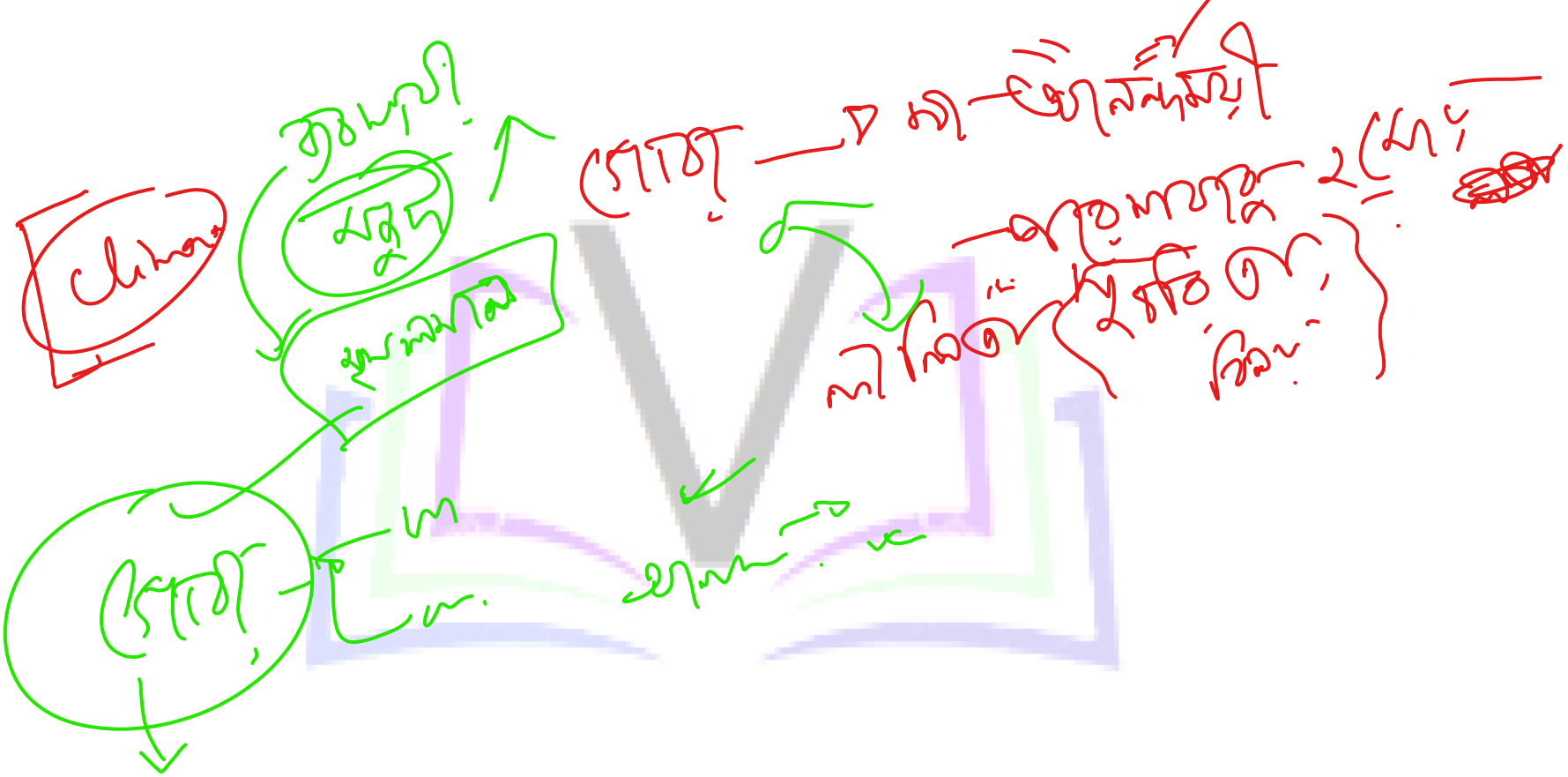

ঘরে বাইরে	১৯১৬	রাজনৈতিক উপন্যাস। চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস। ১৯৮৪ সালে সত্যজিৎ রায় এই উপন্যাস অবলম্বনে *ঘরে বাইরে* চলচ্চিত্রখানি নির্মাণ করেন।
চতুরঙ্গ	১৯১৬	সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। সাধুভাষায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচিত হয়। ২০০৮ সালে সুমন

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাস অবলম্বনে *চতুরঙ্গ* চলচ্চিত্রখানি নির্মাণ করেন।

সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। *বিচিত্রা* মাসিকপত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয় (আশ্বিন, ১৩৩৪ - চৈত্র, ১৩৩৫)। পত্রিকায় প্রকাশকালে নাম ছিল *তিন-পুরুষ*।

যোগাযোগ ১৯২৯

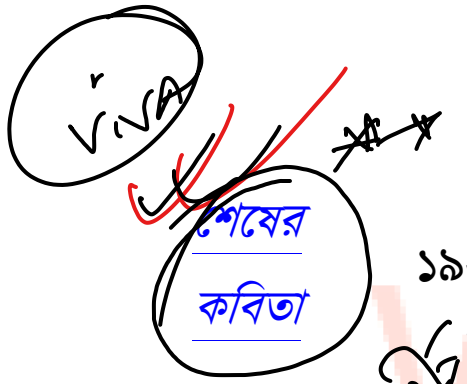

শেষের কবিতা ১৯২৯

রোম্যান্টিক-মনস্তাত্ত্বিক কাব্যিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মালঞ্চ	১৯৩৪	সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। নরনারীর জটিল সম্পর্ক নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস।
চার অধ্যায়	১৯৩৪	রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সশস্ত্র বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। উৎপল দত্ত উপন্যাসটির নাট্যরূপ মঞ্চায়ন করেছিলেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রমথ চৌধুরী: 1868-1946

বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম প্রমথ চৌধুরী। তিনি বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক। তিনি একজন শক্তিমান লেখক ছিলেন, বাংলা সাহিত্যে তার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বাংলা সাহিত্যের গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়ে নতুনত্ব এনেছিলেন। তার সাহিত্য রচনার সুনিপুণতা, সৃষ্টিশৈলিতা, গাম্ভীর্যতা, যুক্তিনিষ্ঠতা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সাহিত্য অঙ্গনে প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম ছিল 'বীরবল'। এ ছদ্মনামে পত্রিকার পাতায় লেখালেখি করে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তাই উনাকে বলা হতো বাংলা সাহিত্যের বীরবল। সম্রাট আকবরের দরবারে নবরেত্নর একজন ছিলেন বীরবল আর বাংলা সাহিত্যে প্রথম চৌধুরীও তেমনি এক রত্ন।

বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম প্রমথ চৌধুরী। তিনি বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক। তিনি একজন শক্তিমান লেখক ছিলেন, বাংলা সাহিত্যে তার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বাংলা সাহিত্যের গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়ে নতুনত্ব এনেছিলেন। তার সাহিত্য রচনার সুনিপুণতা, সৃষ্টিশৈলিতা, গাম্ভীর্যতা, যুক্তিনিষ্ঠতা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সাহিত্য অঙ্গনে প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম ছিল 'বীরবল'। এ

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ছদ্মনামে পত্রিকার পাতায় লেখালেখি করে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তাই উনাকে বলা হতো বাংলা সাহিত্যের বীরবল। সম্রাট আকবরের দরবারে নবরেত্নর একজন ছিলেন বীরবল আর বাংলা সাহিত্যে প্রথম চৌধুরীও তেমনি এক রত্ন।

তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যে অবদান রেখে গেছেন, তা সত্যিই অতুলনীয়। তিনি রবীন্দ্র যুগে আবির্ভূত হলেও তার সাহিত্য আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যের এই বিখ্যাত দিকপাল, মননশীল, যুক্তিবাদী, সৃষ্টিশীল ভাষাবিদ, কবি, সুপ্রাবন্ধিক, গল্পকার ও সম্পাদক ১৯৪৬ সালে শান্তিনিকেতনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রবর্তক ও বিদ্রƒপাত্মক প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

- প্রমথ চৌধুরী ১৮৬৮ সালের ৭ আগস্ট যশোরে জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী ছিলেন একজন জমিদার।
- তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিয়ে করেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ইন্দিরা দেবীক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সেই শৈশব থেকেই ইন্দিরা দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল এক অটুট বন্ধনে গাঁথা। ভাতিজীকে রবীন্দ্রনাথ কতটা স্নেহ করতেন তা বোঝা যেত ইন্দিরাকে পাঠানো তার চিঠিগুলো দেখলেই!

রবী ঠাকুরের সাহিত্যকর্মের অন্যতম এক শাখা হলো তার পত্র সাহিত্য-ছিন্নপত্র। প্রায় ২২টি জায়গা থেকে বিভিন্ন সময়ে তিনি এই পত্রগুলো লিখেছিলেন। সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন শিলাইদহ থেকে। আর সবচেয়ে বেশি চিঠি লিখতেন ভাতিজি ইন্দিরাকে। রবীন্দ্রনাথের সেসব চিঠির খণ্ডাংশ নিচে তুলে ধরলে বোঝা যাবে ইন্দিরা দেবীর আসন তার চাচার কাছে কতটা অতুলনীয় ছিল!

- তাকে বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক বলা হয়।
- ফরাসি সনেটরীতি ট্রিয়লেট,তের্জারিমা ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন।
- সাহিত্যে ইতালীয় সনেটের প্রবর্তন করেন।
- ১৯১৪ সালে মাসিক সবুজপত্র প্রকাশনা এবং তার মাধ্যমে বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।
- পরবর্তীতে বীরবল' ছদ্মনামে সবুজপত্র পত্রিকায় ব্যঙ্গরসাত্মক প্রবন্ধ ও নানা গল্প প্রকাশ করেন। এ ছদ্মনাম থেকে পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যে বীরবলী ধারা প্রবর্তিত হয়।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ:
  - সনেট পঞ্চাশৎ।
  - পদচারণ।

- গল্পগ্রন্থ:
  - চার-ইয়ারি কথা।
  - নীললোহিত ও গল্প সংগ্রহ।
  - আহুতি।

- তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ:
  - তেল-নুন-লাকড়ি।
  - বীরবলের হালখাতা।
  - নানাকথা।
  - নানা চর্চা।

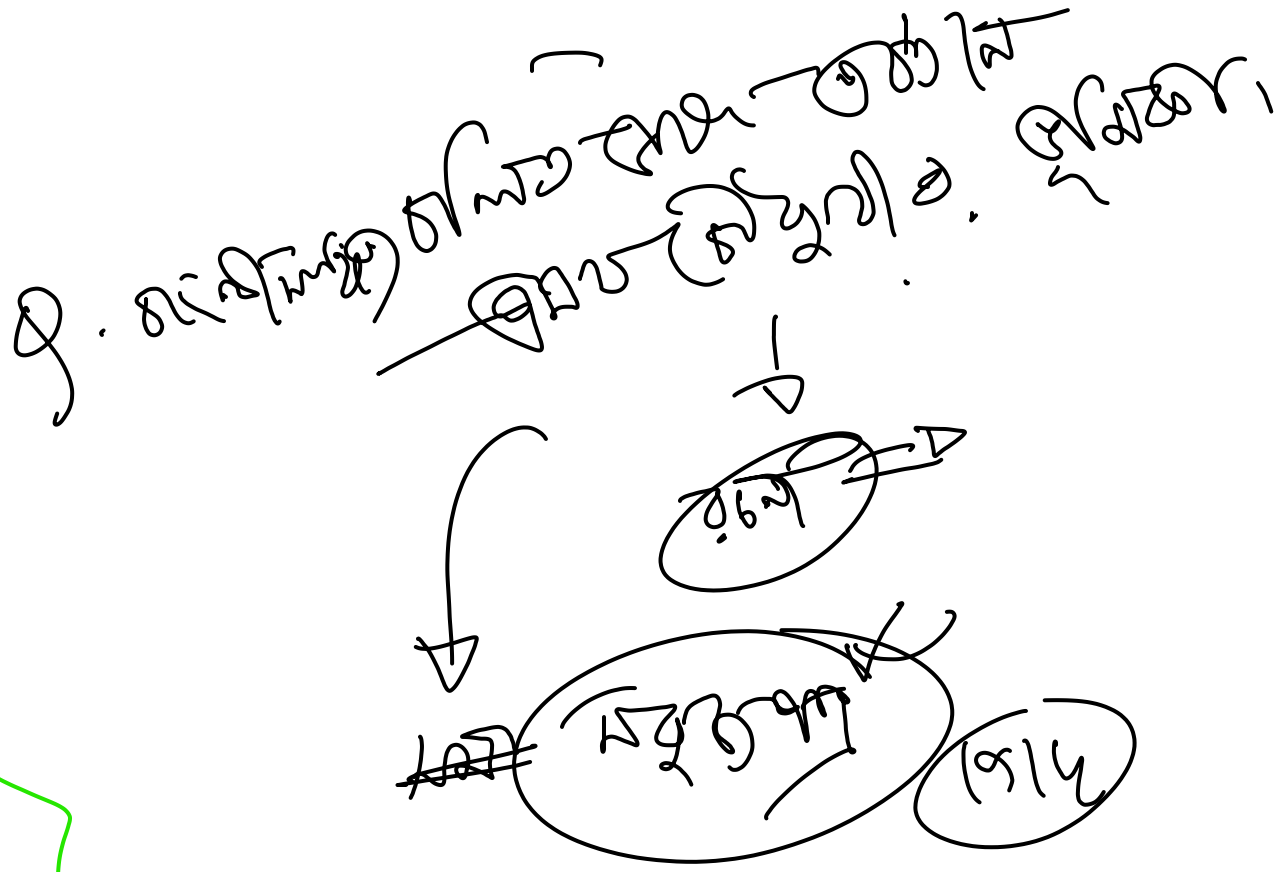

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- রায়তের কথা।
- প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম খণ্ড-১৯৫২, ২য় খণ্ড-১৯৫৩)।

উক্তিঃ

- আমরা ভাবি, দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে; পাশ করা আর শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই!
  - বই পড়া, প্রবন্ধ সংগ্রহ - প্রমথ চৌধুরী, প্রকাশক- বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশসাল- ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ (১৪১০ বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা ১৫১
- সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।
- ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে। কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।
- বই কিনলেই যে পড়তে হবে, এটি হচ্ছে পাঠকের ভুল। বই লেখা জিনিসটা একটা শখমাত্র হওয়া উচিত নয়, কিন্তু বই কেনাটা শখ ছাড়া আর কিছু হওয়া উচিত নয়।
- বই কিনে কেউ কোনোদিন দেউলিয়া হয় না।
- দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- বই পড়া, প্রবন্ধ সংগ্রহ - প্রমথ চৌধুরী, প্রকাশক- বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশসাল- ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ (১৪১০ বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা ১৫১

- আমাদের রঙ কালো, তোমাদের রঙ সাদা। আমাদের বসন সাদা, তোমাদের বসন কালো। তোমরা শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখো, আমরা কৃষ্ণদেহ খুলে রাখি। আমরা খাই সাদা জল, তোমরা খাও লাল পানি। আমাদের আকাশ আগুন, তোমাদের আকাশ ধোঁয়া। নীল তোমাদের স্ত্রীলোকের চোখে, সোনা তোমাদের স্ত্রীলোকের মাথায়; নীল আমাদের শূন্যে, সোনা আমাদের মাটির নীচে। তোমাদের ও আমাদের অনেক বর্ণভেদ। ভুলে যেন না যাই যে, তোমাদের দেশ ও আমাদের দেশের মধ্যে কালাপানির ব্যবধান। কালাপানি পার হলে আমাদের জাত যায়, না হলে তোমাদের জাত থাকে না।

VICTORS
BCS,BANK & MORE

- সবুজপত্র:

- 'সবুজপত্র' পত্রিকা (১৯১৪) প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদিত বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকা।
- এটি বৈশাখ ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৩ বছর চলে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- এটি চলিত রীতি প্রবর্তনে মূল ভূমিকা পালন করে।
- তিনি 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র—বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তন:

প্রমথ-চৌধুরী-ও-সবুজপত্র—বাংলা-সাহিত্যে-চলিত-রীতির-হোতা। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও লেখক প্রমথ চৌধুরী যে কারণে বারবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন, সেটি হলো চলিত গদ্যরীতির প্রতিষ্ঠা। এই কাজটি করতে গিয়ে তাঁর হাত ধরে জন্ম নিয়েছিল সবুজপত্র সাহিত্য পত্রিকা। প্রমথ চৌধুরী মনে করতেন, 'ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে নয়।' চলিত রীতির প্রসারে সবুজপত্র মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং ওই সময়ে সবুজপত্র এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে শিবরাম চক্রবর্তী ওই সময়কে চিহ্নিত করেছিলেন প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবলী আমল' হিসেবে। বীরবল ছিল প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ের। সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথের জামাতা। সেই হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথেরও জামাতা। কিন্তু একই সময়ের হলেও, আত্মীয়তার বন্ধনজনিত কারণে কাছাকাছি থাকলেও প্রমথ চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে। নিজেই একটা স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বরং রবীন্দ্রনাথই প্রমথ চৌধুরী দ্বারা প্রভাবিত

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

হয়েছেন, বিশেষ করে ভাষার চলিত রীতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', 'সেঁজুতি', 'আকাশ প্রদীপ', 'শেষ লেখা' প্রভৃতি রচনায় যে চলিত রীতি আমরা দেখি, তার পেছনে অবদান প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব। এ কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অকপটে স্বীকার করেছেন।

সবুজপত্রের ভাষা ছিল সাধারণের ভাষা। এ নিয়ে পত্রিকাটির বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা ছিল। কিন্তু সবুজপত্র তাতে দমে যায়নি। এই পত্রিকা এবং লেখালেখির জন্যই প্রমথ চৌধুরী সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। একসময়ে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আর কোনো সাময়িকী বা সাহিত্য পত্রিকায় লিখবেন না। কিন্তু সবুজপত্রের কারণে রবীন্দ্রনাথ তার সিদ্ধান্ত বদলাতে অনেকটা বাধ্যই হয়েছিলেন। চলিত গদ্যরীতির ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরী বা সবুজপত্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সাহিত্যকে গুরুগম্ভীর ও ভারমুক্ত করে প্রাঞ্জল করে তোলা, জীবনমুখী করা।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মীর মশাররফ হোসেন: 1847-1911

- মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন একজন ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক।
- মশাররফ হোসেন ছাত্রাবস্থায় সংবাদ প্রভাকর ও কুমারখালির গ্রামবার্তা প্রকাশিকা-র মফঃস্বল সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করেন। এখানেই তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু।
- গ্রামবার্তা প্রকাশিকার সম্পাদক 'কাঙাল হরিনাথ' ছিলেন তাঁর সাহিত্যগুরু।
- পরে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবি কুলসুমও এক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখেন।
- মশাররফ আজিজননেহার (১৮৭৪) ও হিতকরী (১৮৯০) নামে দুটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।
- মীর মোশাররফ ছিলেন বঙ্কিমযুগের অন্যতম প্রধান গদ্যশিল্পী ও উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের পথিকৃৎ।

- 'গাজী মিয়াঁ' ছদ্মনামে মশাররফ হোসেন তাঁর কর্মজীবন নির্ভর আত্মজীবনী মূলক রচনা 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'।
- এতে লেখক নিজেকে ভেড়াকান্ত নামে উল্লেখ করেন। এতে বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর' -এর প্রভাব পাওয়া যায়।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

নাটক:

- বসন্তকুমারী,
- জমীদার দর্পণ,
- বেহুলা গীতাভিনয়,
- টালা অভিনয়।

প্রহসন

'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও 'সধবার একাদশী'

উপন্যাস:

- বিষাদ সিন্ধু।

আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ:

- উদাসীন পথিকের মনের কথা,

VICTORS
BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- গাজী মিয়াঁর বস্তানী।
- আমার জীবনী,
- কুলসুম জীবনী ইত্যাদি।

পত্রিকা

- মশাররফ আজিজননেহার (১৮৭৪) ও হিতকরী (১৮৯০)

'হিতকরী' পত্রিকা:

- ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে মীর মশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।
- পরবর্তীতে এর সম্পাদক হন মোসলেম উদ্দীন খান।
- বাঙালি মুসলিমদের মাতৃভাষা বাংলাচর্চা এবং হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ ও প্রবন্ধ ছাপা হয় পত্রিকাটিতে।

বিষাদ সিন্ধু:

- মীর মশাররফ হোসেনের খ্যাতি মূলত এ গ্রন্থটির জন্যেই।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫- '৯১) একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস।
- হাসান ও হোসেনের সঙ্গে দামেস্ক অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদের কারবালা প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং ইমাম হাসান-হোসেনের করুণ মৃত্যুকাহিনি 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থে বর্ণিত মূল বিষয়।
- মূল ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা থাকলেও গ্রন্থটিতে ইতিহাসের অন্ধ অনুসরণ করা হয় নি।
- 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসটি 'মহরম পর্ব্ব' (১৮৮৫), 'উদ্ধার পর্ব্ব' (১৮৮৭) ও 'এজিদ-বধ পর্ব্ব' (১৮৯১) এই তিনটি পর্বে সম্পন্ন হয়েছে।

মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ-সিন্ধুর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে- হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসেনের মৃত্যুর জন্য দায়ী ঘটনাসমূহ। অবশ্য ইমাম হোসেনের মৃত্যুর ফলে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল তারও বর্ণনা রয়েছে এ গ্রন্থে। বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনো কোনো অপ্রধান চরিত্রের উল্লেখ বা সন্ধান ঐতিহাসিক কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কিন্তু গবেষকের সিদ্ধান্ত- 'যেহেতু ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সুতরাং এটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়।' এতে একই সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ, মানবজীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি ইতিহাসের পটভূমিকায় সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, রক্তপাত, হত্যাকান্ড ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। সারকথা বিষাদ-সিন্ধুতে বর্ণিত ইতিহাসের চরিত্র ও ইতিহাসের

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

লক্ষণকে প্রত্যক্ষ করে গবেষক একে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দিতে দ্বিধা করেননি। তবে এতে এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে যেগুলো ইতিহাসের আলোকে বিচার করা চলে না। এমনকি বাস্তব জীবনেও সেগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা চলে, যেমন-কিছু অতিপ্রাকৃত ঘটনা, এগুলির কোনোটির উৎপত্তি ধর্মীয় বিশ্বাসে, আবার কোনটির উৎপত্তি ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে ও আস্থায়।

বিষাদ-সিন্ধুর সূচনা হচ্ছে- হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর এক ভবিষ্যদ্বাণীতে এবং ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থের উপসংহার হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়াও এতে কিছু অতিপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন-এজিদের চোখের সামনে থেকে হোসেনের খন্ডিত শির অদৃশ্য হওয়া, কারবালা প্রান্তরের বৃক্ষ থেকে রক্তক্ষরিত হওয়া, হোসেনের মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় হোসেনের পিতামাতার মর্তে আগমন এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তীস্থানে হানিফার বন্দি হওয়া ইত্যাদি। কোনো উপন্যাসে কেবল বাস্তব জীবনের ঘটনা চিহ্নিত হলে তাকে সাধারণত উপন্যাস হিসেবে গণ্য করা হয় না। কিন্তু বিষাদ-সিন্ধুতে বাস্তব ঘটনা এবং অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা করা হলেও তা পাঠকদের অবিশ্বাস উদ্রেক করে না। বিষাদ-সিন্ধুর ঘটনাস্থান ও ঘটনাকাল সপ্তম শতাব্দীর আরবদেশ। এ উপন্যাস বিচারকালে কোনো কোনো গবেষক সেই বিশেষ যুগের ও মানুষের বিশ্বাসের কথাটি মনে রাখার পক্ষে মত দিয়ে বলেছেন- হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর বংশধরেরা যদি দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী হন, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন- বিধাতার স্থিরীকৃত পথ থেকে কেউ বিচ্যুত হতে পারে না। বিষাদ-সিন্ধু পাঠকালে কখনো কখনো মনে হয় যেন ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন রক্তমাংসের কোনো মানুষ নয়, কেননা তারা সম্পূর্ণরূপে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

দৈবের ওপর নির্ভরশীল এবং তারা কেউ নিজেদের কৃতকর্মের ফলের জন্য নিজেদের দায়ী বলে মনে করে না। অপরদিকে এজিদ, জায়েদা, মায়মুনা এবং মরওয়ান-এরা পাষন্ড হলেও এদের অনেকটা রক্তমাংসের মানুষ মনে হয়। কারণ এরা মনে করে-তাদের বর্তমান ক্রিয়াকর্মের ফলেই ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী প্রভাবান্বিত হবে। এজিদ হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর বংশধরদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে অনবরত সংগ্রাম করতে থাকে, কিন্তু সর্বক্ষণই এজিদ আপন বাহুবল ও কলাকৌশলের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসেন মৃত্যুকে বরণ করে বিনা প্রতিবাদে, বিনা প্রতিরোধে। কেননা, তাঁরা বিশ্বাস করে- বিধাতার অভিপ্রায়ই তাই, ফলে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

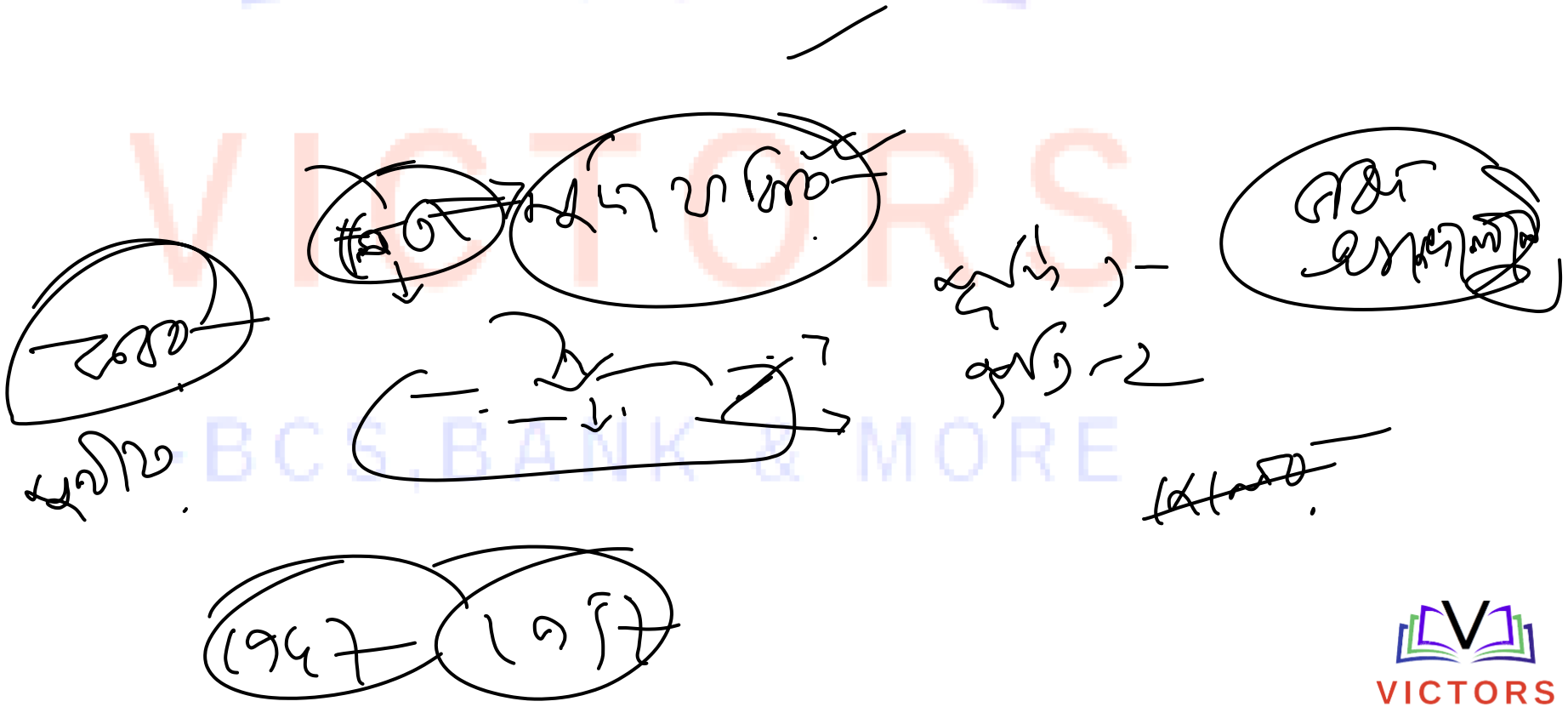

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

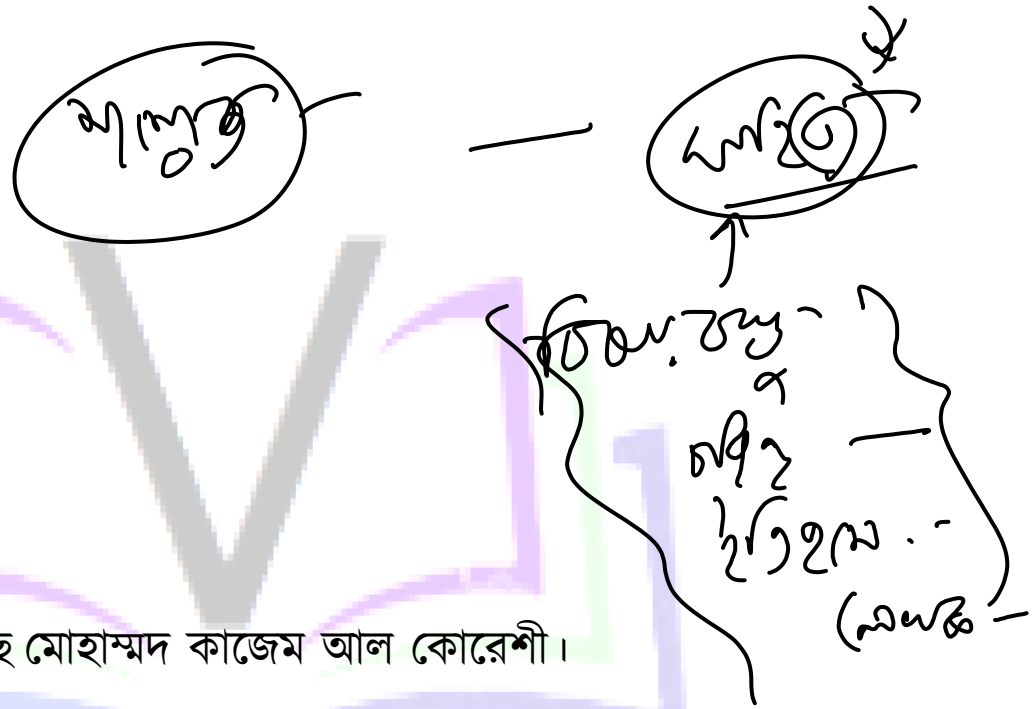

কায়কোবাদ(১৮৫৭-১৯৫১):

কায়কোবাদ এর প্রকৃত নাম হচ্ছে মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী।

- কায়কোবাদ:

- আধুনিক বাংলা মহাকাব্য ধারার শেষ কবি কায়কোবাদ।
- ১৮৫৭ সালে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার আগলা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর পিতা শাহামতউল্লাহ আল কোরেশী ছিলেন ঢাকার জেলা-জজ আদালতের উকিল।
- তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী।
- 'কায়কোবাদ' তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম।
- মাত্র তেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য বিরহবিলাপ প্রকাশিত হয়।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মহাকাব্য: মহাশ্মশান (পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) অবলম্বনে কাব্যটি রচিত)।

'মহাশ্মশান' পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। সমগ্র কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ঊনত্রিশ সর্গ, দ্বিতীয় খণ্ডে চব্বিশ সর্গ এবং তৃতীয় খণ্ডে সাত সর্গ। অর্থাৎ কাব্যটি মোট ষাট সর্গে বিভক্ত। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দের পরাজয় এবং আহমদ শাহ আবদালীর বিজয় বর্ণনা কাব্যটির বিষয়বস্তু। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভারতে হিন্দু রাজ্য পুনঃস্থাপনের সংকল্পে মারাঠারা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে। কাবুল অধিপতি আহমদ শাহ আবদালীর সহায়তায় রোহিলার অধিপতি নজীবদ্দৌলা ভারতের মুসলিম শক্তি সংগঠন করেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করলেও উভয় জাতির জীবনে করুণ ও মর্মান্তিক পরিণতি নেমে আসে। কায়কোবাদ এ ভয়াবহ সংগ্রামের মাধ্যমে মানব ভাগ্যের উত্থানপতনের বিস্ময়কর রহস্য অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর মতে, একপক্ষে পানিপথ যেমন হিন্দু গৌরবের সমাধিক্ষেত্র, অপরপক্ষে সেরূপ মুসলমান গৌরবেরও মহাশ্মশান। কায়কোবাদ এ ঐতিহাসিক কাহিনিকে তার মহাকাব্যে তুলে ধরেছেন। যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হলেও কবির দৃষ্টিতে তা ছিল উভয়েরই শক্তিক্ষয় ও ধ্বংস; এজন্যই তিনি একে 'মহাশ্মশান' বলেছেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ঐতিহাসিক চরিত্র

- ইব্রাহিম কার্দি
- জোহরা বেগম
- নজীবদ্দৌলা
- সুজাউদ্দৌলা
- আহমদ শাহ্ আব্দালী

- তাঁর রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ:

- **বিরহবিলাপ ১ম কাব্য**
- কুসুম-কানন।
- অশ্রুমালা। গীতিকাব্য

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

- শিব-মন্দির।
- অমিয়ধারা।
- শ্মশান-ভস্ম।
- মহরম শরীফ।

• কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়:

- প্রেমের ফুল।
- প্রেমের বাণী।
- প্রেম-পারিজাত।
- মন্দাকিনী-ধারা।
- গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

'মহাশ্মশান' ঐতিহাসিক মহাকাব্য, আলঙ্কারিকদের নির্দেশিত সীমারেখা এতে লঙ্ঘিত হয়নি। সার্থক মহাকাব্যচিত্ত সমস্ত গুণাবলী কাব্যটিতে না থাকলেও অধিকাংশ গুণের সমাবেশ এতে ঘটেছে। মহাকাব্যের অন্যতম এবং প্রধানতম শর্ত **মহাকাব্য বীররস প্রধান** হবে। কিন্তু কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' কাব্য তা হয়নি। এ দোষ শুধু কায়কোবাদের নয়, দোষ বাংলার মাটির। বাংলার রসাল মাটিতে বীররস প্রধান মহাকাব্য রচিত হতে পারেনি। মধুসূদনের **'মেঘনাদ বধ'** কাব্য তার উজ্জ্বল উদাহরণ। মধুসূদন 'মেঘনাদ বধে'র শুরুতে বড় আস্থা নিয়ে বলেছিল- 'গাইব, মা, বীররসে ভাসি মহাগীত', কিন্তু পরিণামে- "সপ্ত দিবা-নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে"। মধুসূদনের পর হেম-নবীনের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। তাই সার্থক মহাকাব্য সৃষ্টি না হওয়ার জন্য কায়কোবাদ এককভাবে দায়ী নয়। *কায়কোবাদ প্রথম সার্থক মুসলিম কবি, যিনি মহাকাব্য রচনা করেছেন। তার 'মহাশ্মশান' কাব্যটি মানবীয় আবেদনের মানদণ্ডে তার পূর্বসূরিদের কাব্যাপেক্ষা সুন্দর ও অভিনবত্বের দাবী রাখে।*

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মহাকাব্য:

মহাকাব্য হলো একটি দীর্ঘ বর্ণনামূলক বা আখ্যানমূলক কবিতা। মহাকাব্যের আখ্যানবস্তু, সুর, শৈলী উন্নত এবং মর্যাদাপূর্ণ। সাহিত্যিক শব্দ হিসাবে, মহাকাব্য বীরত্বপূর্ণ কাজ এবং ঐতিহাসিক (বা মহাজাগতিক) গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে।

মহাকাব্য সাধারণত এমন একজন নায়কের দুঃসাহসিক কাজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যার অতিমানবীয় বা ঐশ্বরিক গুণাবলী রয়েছে। এবং যার ভাগ্য প্রায়শই একটি উপজাতি, জাতি বা কখনও কখনও সমগ্র মানব জাতির ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। ইলিয়াড (The Iliad), ওডিসি (the Odyssey) এবং এনিডকে (the Aeneid) সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহাকাব্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
এপিক (Epic) শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রীক শব্দ epos থেকে, যার অর্থ গল্প, শব্দ, এবং কবিতা।

মহাকাব্যের সংজ্ঞা: এরিস্টটলের মতে, 'মহাকাব্য হচ্ছে আদি, মধ্য, ও অন্তসম্বলিত বর্ণাত্মক কাব্য যাতে বিশিষ্ট কোন নায়কের জীবন কাহিনী অখন্ডরুপে একই বীরোচিত ছন্দের সাহার্যে কীর্তিত হয়।'

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য

মহাকাব্যের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একে সাহিত্যিক আকৃতি এবং কাব্যিক রূপ উভয় হিসাবে চিহ্নিত করে। নিম্নে একটি মহাকাব্যের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হল:

- মহাকাব্যে সর্গবিভাগ থাকবে যার সংখ্যা হবে অষ্টাধিক।
- সমগ্র সর্গ এক ছন্দে রচিত হবে। তবে, সর্গান্তে ছন্দের পরিবর্তন ঘটতেও পারে।
- মহাকাব্যের উপজীব্য হবে পুরাণ, ইতিহাস, এবং কোন সত্য ঘটনা।
- মূল কাহিনীর পাশে শাখা কাহিনী থাকতে পারে এবং কাহিনীতে থাকবে নাটকীয়তা।
- এটি আনুষ্ঠানিক, সমুন্নত, এবং মর্যাদাপূর্ণ শৈলীতে লেখা।
- সর্বজ্ঞ বর্ণনাকারীর সাথে তৃতীয় ব্যক্তির বর্ণনা থাকবে।
- মহাকাব্যের ভাষা হবে প্রসাদগুণসম্পন্ন, ওজস্বী, এবং অনুপ্রাস উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারসমৃদ্ধ।
- একজন কেন্দ্রীয় নায়ক থাকে যিনি অবিশ্বাস্যভাবে সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে।
- নায়কের বিরুদ্ধে প্রায় অসম্ভব প্রতিকূলতা তৈরি করার জন্য অতিপ্রাকৃত বা অন্য জাগতিক বাধা থাকবে।
- একটি সভ্যতা বা সংস্কৃতির ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বেগ প্রতিফলিত করে।
- নায়কের জয়ের মধ্যদিয়ে মহাকাব্যের সমাপ্ত ঘটবে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মহাকাব্যের উদাহরণ

মহাকাব্যগুলো ইউরোপ এবং এশিয়ার মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এবং তাই সাহিত্যের প্রাচীনতম রচনাগুলোর মধ্যে এটি একটি। এখানে কিছু বিখ্যাত সাহিত্যিক মহাকাব্যের উদাহরণ দেওয়া হল:

১. দ্য ইলিয়াড এবং দ্য ওডিসি (The Iliad and The Odyssey): মহাকাব্যগুলো ৮৫০ এবং ৬৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে গ্রীক কবি দ্বারা রচিত হয়েছে। এই কবিতাগুলো ছিল ট্রোজান যুদ্ধের ঘটনা এবং রাজা ওডিসিয়াসের ট্রয় থেকে প্রত্যাবর্তন যাত্রার বর্ণনা নিয়ে।

২. মহাভারত (The Mahābhārata): সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতের মহাকাব্য।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE